4 JAN 2017

মাধ্যমিকে বইয়ের বোঝার সঙ্গে নম্বরও কমছে

আজিজুল পারভেজ ▷

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা কিছুটা হলেও কমছে। ইতিমধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা ও নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণিতে বইয়ের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত না হলেও এসএসসি পরীক্ষায় নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। ৪৫ সদস্যের এ কমিটির সভায় ইতিমধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বাংলা বিষয়েই তিনটি বই রয়েছে। বাংলা প্রথমপত্র হচ্ছে দুটি বই। পদ্য ও কবিতা নিয়ে 'চারুপাঠ' এবং গল্প নিয়ে 'আনন্দপাঠ'। আর দ্বিতীয়পত্র হচ্ছে ব্যাকরণ। পরীক্ষার প্রথমপত্রের জন্য নম্বর বরাদ্দ ১০০, দ্বিতীয় পত্রে ৫০। নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতেও বাংলা বই তিনটি করে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বই হবে একটি। পরীক্ষার নম্বর হবে ১০০। বইয়ের নাম হবে 'আমার বাংলা বই'। তবে 'আমার বাংলা বই : অনুশীলন' নামে ব্যাকরণ চর্চার একটি অনুশীলন গ্রন্থ থাকবে। এটি কেবলই ধারাবাহিক অনুশীলনের জন্য, পরীক্ষা হবে না।

একইভাবে ইংরেজি প্রথমপত্র 'ইংলিশ ফর টুডে'র ১০০ নম্বর এবং দ্বিতীয়পত্র গ্রামারের ৫০ নম্বরের বদলে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ নম্বরের 'ইংলিশ ফর টুডে' হবে। 'ইংলিশ ফর টুডে : এক্সারসাইজ' নামে একটি অনুশীলন গ্রন্থ হবে।

বর্তমানে ১০০ নম্বরের কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং ৫০ নম্বরের কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষার বদলে হবে ১০০ নম্বরের একটি বই।

অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু হওয়া গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্ব, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু হওয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, যথাযথভাবে থাকবে। ৫০ নম্বরের চারু ও কারুকলা বিষয়টি পরীক্ষা থেকে বাদ দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। আর বর্তমানে আরবি, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি নামে যে ঐচ্ছিক বই রয়েছে তা আর থাকবে না।

জানা গেছে, পঞ্চম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থী ছয়টি বিষয়ে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তে গিয়ে এক হাজার নম্বরের পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ৮০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান জানান, ষষ্ঠ শ্রেণিতে বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা কমানোর বিষয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বইয়ের সংখ্যা ও পরীক্ষার নম্বর কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। ২০১৯ সালে ষষ্ঠ শ্রেণি, ২০২০ সালে সপ্তম শ্রেণি এবং ২০২১ সালে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে।

নবম-দশম শ্রেণিরও কয়েকটি বই পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কক্সবাজারে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২৮ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে বিশেষজ্ঞদের ১৫ দফা সুপারিশ সম্পর্কে জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, পাবলিক পরীক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমাতে এসএসসি পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়গুলোকে পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে এগুলো বিদ্যালয় পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির কয়েকটি বই পরিমার্জন করে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করতে সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের জানুয়ারির আগেই পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন সম্পন্ন করা হবে; যাতে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া যায়।